দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

58

# মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার ঃ কিছু বক্তব্য

২৮ নবেম্বর, ১৯৯২ তারিখে দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক উপ-সম্পাদকীয় থেকে জানতে পারলাম আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক পর্যায়ে কিছু পরিবর্তন আসছে। মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের সংবাদে একদিকে যেমন আনন্দ লাভ করলাম, অন্যদিকে তেমনি এ নিবন্ধের লেখকের হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্যে নিরাশ না হয়ে পারলাম না। বাহাত্তর থেকে বিরানব্বই-বিশ বছর। আর কতদিন। আমরা কি যেখানে আছি সেখানেই থাকবো? বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তের বিশ বছর যেমন মূল্যবান, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন কি কোন দিনই হবে না?

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পৃথিবীর সর্বত্রই মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। ১৯১৭-১৯ সালের কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশনের (সাডলার কমিশন) রিপোর্টে ইন্টারমেডিয়েট শাখাকে মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এমন কি ১৯৬১ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অর্ডিন্যান্সেও একই কথার পুনরুল্লেখ আছে এবং সেই হিসাবেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হয়।

প্রাথমিক অবস্থায় থানা পর্যায়ে যে সকল প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় আছে সেগুলোকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করলে আমরা তো তাতে কোন অসুবিধা দেখছি না। এ ধরনের বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে ইতিমধ্যেই পরীক্ষার ফলাফলের দিক থকে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। (যেমন ক্যাডেট কলেজ, হলিক্রস কলেজ, ভিখারুননেসা নূন স্কুল ইত্যাদি)। যেসব ইন্টারমেডিয়েট কলেজ ছাত্রাভাবে, সুযোগ-সুবিধার অভাবে ও আর্থিক সংকটে পড়ে অসহায় অবস্থায় আছে সেগুলোর সঙ্গে নবম ও দশ শ্রেণী যোগ করা হলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে এবং কলেজগুলো মোটামুটিভাবে আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল হবে। ডিগ্রী কলেজের সঙ্গে আপাততঃ ইন্টারমেডিয়েট শাখা থাকতে পারে। সবকিছুই রাতারাতি করতে হবে এমন কথা আমরাও বলছি না।

প্রাথমিক বিদ্যালয় পাস করার পরে পঞ্চাশ শতাংশের কিছু কম মেয়ে এবং পঞ্চাশ শতাংশের কিছু বেশি ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। যাতায়াতের অসুবিধা ও নিরাপত্তার অভাব হেতু বেশির ভাগ মেয়েই মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

কাজেই প্রয়োজন বোধে কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হলে পঞ্চম শ্রেণীর পর বেশির ভাগ ছেলে মেয়েই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়ার সুযোগ পাবে।

কোন দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেই দেশের সমাজের এবং জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী। ব্যবসা করার জন্য নয়। তাছাড়া বেতনের সিংহ ভাগই তো সরকার বহন করছেন।

আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের লক্ষ্যে পরীক্ষা সম্পর্কিত গবেষণা ও সংস্কারের জন্য একটি কেন্দ্র থাকবে। সেখানে পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিয়ে গবেষণা হবে। যুক্তিসঙ্গত কোন সংস্কারের প্রয়োজন থাকলে তা সুপারিশ করা হবে এবং পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা থাকবে এই কেন্দ্রে। অর্থাৎ পরীক্ষা সংকান্ত যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হবে এই কেন্দ্র বা সংস্থা। জাতীয় কারিকুলাম কাউন্সিল শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আমরা মনে করি, সুপারিশসমূহ অত্যন্ত-যুগোপযোগী এবং গ্রহণযোগ্য। কিন্তু আমরা কি কোন সংস্কারই গ্রহণ করবো না আমাদের মনোভাবের অবশ্যই পরিবর্তন হতে হবে।

—রিফাত মন্ডল. ইসরাত মন্ডল
বাড়ি নং-৬, রোড নং- ২'এ,
বনানী, ঢাকা।